১৫-০৩-১৭ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা " মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা — অর্ধ কল্প ধরে মনুষ্য মত অনুসরণ করে চলেছো, এখন আমার শ্রীমত অনুসরণ করে পবিত্র হও আর এই পবিত্র দুনিয়ার অধীশ্বর হও "

প্রশ্ন :- বেহদের বাবা বাচ্চাদের কি আশীর্বাদ প্রদান করেন আর সেই আশীর্বাদ কোন্ বাচ্চাদের প্রাপ্ত হয় ?

উত্তর :- বাবা এই আশীর্বাদ দেন যে, বাচ্চারা তোমরা ২১ জন্মের জন্য সদা সুখী হও, অমর হও। তোমাদের কখনো কাল গ্রাস করতে পারবে না। অকালমৃত্যু হবে না । কামধেনু মাতা তোমাদের সব মনস্কামনা পূর্ণ করবেন । কিন্তু তার জন্য তোমাদের বিষ (বিকার) ত্যাগ করতে হবে । এই আশীর্বাদ তাদেরই প্রাপ্ত হয়, যারা শ্রীমত অনুসরণ করে । এই অন্তিম জন্মে পবিত্র হও আর পবিত্র বানাও । বাবা বলেন বাচ্চারা, এই দুনিয়া পরিবর্তন হচ্ছে এই জন্য অবশ্যই পবিত্র হও ।

গান:- ওঁম নমঃ শিবায়.....

ওঁম শান্তি। ঈশ্বরের সন্তানেরা গান শুনলে । এবার ঈশ্বরের সন্তান তো সবাই। মনুষ্যমাত্রই সবাই ঈশ্বরকে বাবা বলে । উনি হলেন সকলের একমাত্র বাবা । লৌকিক বাবাকে সর্বের বাবা বলা যাবে না । বেহদের (অসীমের) বাবা হলেন সর্বের বাবা । সর্বের সদগতি দাতা বাবা, আর কাউকে মহিমান্বিত করা যায় না । সবাই সেই নিরাকার বাবাকেই স্মরণ করে । তোমাদের আত্মাও নিরাকার তাই বাবাও নিরাকার । ওঁনার প্রশংসা (মহিমা) তোমরা শুনেছো । পরমপিতা পরমাত্মা শিববাবা আপনি উচ্চ থেকেও উচ্চ, সর্বের সদগতি দাতা । সবার সদগতি করেন সেইজন্য তারা সব স্বর্গের মালিক দেবী দেবতা হয়ে যাবে । মানুষ মানুষের সদগতি করতে পারে না । মানুষের কোনো মহিমা হয় না । এখন বাচ্চারা তোমাদের বেহদের বাবার থেকে বর্সা (উত্তরাধিকার) প্রাপ্ত হচ্ছে। অর্ধ কল্প তোমরা প্রালব্ধ ভোগ করো । সেটাকে রাম রাজ্য বলা হয়, তারপর দ্বাপর থেকে রাবণ রাজ্য আরম্ভ হয় । পাঁচ বিকার রূপী ভূত প্রবেশ করে । যেই মাত্র সেই ভূত(অশুদ্ধ আত্মা) কোনো আত্মাতে প্রবেশ করে আর সেই আত্মা উন্মত্ত (পাগল) হয়ে যায় । এমনিতে এই সমস্ত ভূতেদের (পাঁচ বিকার) মধ্যে নম্বর ওয়ান ভূত হল কাম। কাম হল মহাশত্রু । অর্ধ কল্প ধরে এই ভূত তোমাদের অনেক দুঃখী করেছে । এবার এই সবের থেকে বিজয লাভ করে পবিত্র হও, তাহলে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হয়ে যাবে । বাবা-ই সবাইকে প্রতিজ্ঞা করান । বাবা বলেন যে তোমরা পবিত্র হয়ে রাখী বাঁধলে ২১ জন্মের জন্য স্বর্গের পবিত্র দুনিয়ার মালিক হয়ে যাবে । আমি এসেছি পতিতদের পবিত্র বানাতে । ভারত তখন পবিত্র ছিল যখন ভারতে দেবী দেবতাদের রাজত্ব ছিল । নামই ছিল সুখধাম । এখন দুঃখধাম হয়ে গেছে । এক তো কাম কাটারি চালাবার জন্য আর দ্বিতীয়ত লড়াই ঝগড়া করার জন্য। দেখো কত দুঃখ । বাবা তো আসেনই সঙ্গমের সময় । এটা হলো কল্যাণাকারী সঙ্গমযুগ । বাচ্চারা তোমরা সুখধামে যাবার জন্য নিজের কল্যাণ করতে এসেছো । বাবা বলেন যে আমার শ্রীমতে চলো , মনুষ্য মতে তোমরা অর্ধ কল্প ধরে চলে এসেছো । সদগতি দাতা তো একমাত্র বাবা। ওঁনার শ্রীমতের দ্বারা তোমরা স্বর্গের অধীশ্বর হয়ে

যাবে । এছাড়া শাস্ত্র পড়তে পড়তে এখন কলিযুগের অন্তিম সময় এসে গেছে । তমোপ্রধান হয়ে গেছে । নিজেকে ঈশ্বর বলে নিজেকে বসিয়ে পূজো করায় । শাস্ত্রে প্রহ্লাদের কথা বলা হয়েছে । দেখানো হয়েছে যে থাম (স্তম্ভ) থেকে নরসিংহ ভগবান বেরিয়েছেন, উনি বেরিয়ে হিরণ্যকশিপুকে মেরে দিয়েছেন । থাম (স্তম্ভ) থেকে তো কেউ বেরোয় না । এছাড়া সবার বিনাশ তো অবশ্যই হবে । বাবা বলেন যে এই সাধু, সন্ত, মহাত্মা, অজামিলের মতো পাপীদের আমি এসে উদ্ধার করি ।

বাবা এসে জ্ঞান অমৃতের কলস মাতাদের মাথায় রাখেন । মাতা রূপী গুরু ছাড়া কারোর সদগতি হতে পারে না । জগত অম্বা হলেন কামধেনু, যিনি সবার মনস্কামনা পূর্ণ করেন । তোমরা ওঁনার সন্তান । এখন বাবা বলছেন যে, কোনো মনুষ্যমাত্রের কথা শুনোনা । পতিতদের পবিত্র বানিয়ে দেবেন একমাত্র বাবা । তাহলে নিশ্চয়ই পতিত বানিয়ে দেবার জন্যও কেউ আছে । রাবণ রাজ্যে সবাই পতিত । এখন পতিত পাবন বাবা এসেছেন স্বর্গের বর্সা (উত্তরাধিকার) দিতে। আর বলেন যে ২১ জন্ম অবধি তোমরা সুখী থাকবে । বাবা এই আশীর্বাদ দেন আমাদের, তাই না । লৌকিক মাতা পিতাও আমাদের আশীর্বাদ করেন । সেটা হল অল্পকালীন সুখের জন্য । ইনি হলেন বেহদের মাতা পিতা। তিনি বলেন -- "বাচ্চারা তোমরা সর্বদা অমর থাকো" । ওখানে (বেহদে) তোমাদের কাল গ্রাস করবে না । অকাল মৃত্যু হবে না, সর্বদা সুখী থাকবে । কামধেনু মাতা তোমাদের সব মনস্কামনা পূর্ণ করবেন । এর জন্যে কেবল বিষ (বিকার) ত্যাগ করতে হবে কেননা ওখানে (বেহদে) অপবিত্রতা চলবে না । বাবা বলছেন যে আমি তোমাদের ফেরত নিয়ে যেতে এসেছি, তোমরা কেবল পবিত্র হও । এমনও না যে বাচ্চাদের বিবাহ করাতে হবে । না তো নিজেকে পতিত হতে দেবো আর না তো অন্যদের পতিত হতে দেবো । এই মৃত্যুলোকে এটা হল অন্তিম জন্ম আর এখন পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। তবেই অমরলোকে যাওয়া যাবে । বাবা বসে বসে আত্মাদের বোঝান । আত্মারাই এই সব জ্ঞান ধারণ করতে সক্ষম । বাবা বলেন তোমরা আমার সন্তান । তোমরা এই আত্মারা পরমধামে থাকতে, এখন আবার নিয়ে যেতে এসেছি । যারা পবিত্র হবে তাদেরকেই সাথে নিয়ে যাবো । তারপর ওখান থেকে স্বর্গে পাঠিয়ে দেবো । মীরাবাঈও বিষ ত্যাগ করেছিলেন বলে তাঁর নাম কত বিখ্যাত । বাবা বলছেন যে , বাচ্চারা এখন পুরানো দুনিয়া পরিবর্তন হয়ে নতুন দুনিয়া হবে । নতুন দুনিয়ায় দেবতারা রাজত্ব করবেন । আমি ব্রহ্মার দ্বারা তোমাদের রাজযোগ শেখাই । তোমাদের শ্রীমত দিই, শ্রেষ্ঠ দেবতা হওয়ার জন্য । কৃষ্ণপুরীতে যেতে হবে । দেখো শ্রীকৃষ্ণের কত মহিমা । উনি হলেন সর্বগুণসম্পন্ন । আমার মতে চললে এমনই লক্ষী নারায়ণ হবে । যারা পূর্ব কল্পে বর্সা নিয়েছে তারাই শ্রীমতে অনুসরণ করবে । নাহলে আসুরী মনমতে চলতে থাকবে । এই বাবাও সেই নিরাকারের থেকে মত নেন । শিববাবা ব্রহ্মার তনুতে প্রবেশ করে তোমাদের মত দেন । বলেন যে তোমরা সব হলে সজনী বা সব ভক্তগণ । একজন হলেন সাজন বা ভগবান। মানুষকে কখনো ভগবান বলা যায় না। এই রকম বিপরীত মত তোমরা পেয়েছো, তাই তোমাদের এত দুর্গতি। একমাত্র আমিই(শিব) পার সকলকে পার করাই । এই গুরুরা সব আমার ধাম জানে না, তাহলে আমার কাছে কেমন করে নিয়ে আসবে, মানুষ যেখানে যাবে সেখানেই মাথা নোয়াবে, এই জন্য আমি স্বয়ং নিতে আসি, আর তারপর তোমাদের স্বর্গধামে পাঠিয়ে দেবো । ওইটা হলো বিষ্ণুপুরী, সূর্যবংশী । ত্রেতাযুগকে বলা হয় রামরাজ্য । তারপর দ্বাপরে শুরু হয় রাবণ রাজ্য । আর ভারত শিবালয় থেকে বেশ্যালয় হয়ে যায় । যে ভারত সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিলো, সেই ভারত পূর্ণ বিকারী হয়ে গেছে । এই বার বাচ্চারা

তোমরা রাজযোগ শিখে সমগ্র বিশ্বে বিজয় হাসিল করে নিতে পারো । দুই বাঁদরের গল্প আছে । তারা দুজন নিজেদের মধ্যে মারামারি করে, আর তোমরা তার মধ্যে থেকে বিশ্ব রূপী মাখন তুলে নাও । তোমরা কেবল শিববাবা আর স্বর্গ স্মরণ করো । ঘর, গৃহস্থ সংসারে থেকে পবিত্র হলে পবিত্র দুনিয়ার অধীশ্বর হয়ে যাবে । পবিত্রতার ওপরই অত্যাচার করা হয় । কল্প পূর্বে অত্যাচার হয়েছিল আর এখনও হবে। কেননা তোমরা এখন আর বিষ দাও না। গানও আছে — অমৃত ছেড়ে কেন বিষ পান করেছ । অমৃত পান করতে করতে তোমরা দেবতায় পরিণত হয়ে যাবে । *যারা খাঁটি বা পাক্কা ব্রাহ্মণ তারা বলে যে, যা কিছুই হয়ে যাক না কেন আমরা কিন্তু বিষ ছড়াবো না* । অনেক সহ্য করলেই উচ্চ পদ প্রাপ্ত করা যায় । শিববাবাকে স্মরণ করতে করতে প্রাণও ত্যাগ করে দেয় । শিববাবার আদেশ অনুযায়ী । আদেশ তো সবার জন্যই আছে, এই জন্য বলে যে আমাকে স্মরণ করো, তাহলেই আমার কাছে পরমধামে পৌঁছে যাবে । শিববাবা এই মুখের দ্বারা আত্মাদের সাথে, তোমাদের সাথে কথা বলেন । ইনিও একজন মানুষ । মানুষ কখনো মানুষকে পবিত্র করতে পারে না । বাবাকে সবাই আহ্বান করে ,আর বলে যে আসুন বাবা এসে পতিতদের পবিত্র বানিয়ে দিন । তাই আমাকে নিশ্চয়ই পতিত দুনিয়ায় আসতে হয়, কেননা এখানে কেউ পবিত্র নেই । এবার বাবা বলেন যে আমি তোমাদের এই শ্রীকৃষ্ণের মতো পবিত্র স্বর্গের মালিক বানিয়ে দেবো । এবার যদি কেউ বলে যে আমি বন্ধনে আছি, তাহলে বাবা কি করবেন। তোমরা জ্ঞান প্রাপ্ত করেছ যে গৃহস্থ সংসারে থেকে শ্রীমত অনুযায়ী চললে তোমরা শ্রেষ্ঠ হয়ে যাবে । তোমরা সকলে ঈশ্বরীয় পরিবার ভুক্ত । শিববাবা, ব্রহ্মা দাদা, তোমরা ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণীরা, পৌত্র, পৌত্রীরা সবাই । তোমরা সবাই স্বর্গের বর্সা (অধিকার), ঐশ্বর্য (বাদশাহী) প্রাপ্ত করছ । বাবা স্বর্গের বর্সা (অধিকার) দেন। সেই জন্য আমরা বাবার উত্তরাধিকারী(ওয়ারিস) হয়েছি । তাই আমরা নিশ্চয়ই স্বর্গে থাকবো । তাহলে আমরা এখন নরকে কেন ? বাবা বুঝিয়ে দেন যে রাবণ রাজ্যের কারণে তোমরা নরকে পড়ে আছো । এখন আমি এসেছি তোমাদের স্বর্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য । বাবা হলেন পারের কান্ডারি, সবাইকে স্ংসার তরণী পার করিয়ে দেন । শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু সবার পিতা নন । স্মরণ তো একজনকেই করতে হবে । অনেককে স্মরণ করা মানে হলো সেটা ভক্তি মার্গ । একমাত্র বাবাকে স্মরণ করলে পরে অন্তিমে যেমন মতি হবে তেমনই গতি প্রাপ্ত হবে । একমাত্র বাবারই শ্রীমতের গুণ গান করা হয়েছে, অনেক গুরু গোসাঁই-এর নয় । তারা তো বলে দেয় যে ভগবান হলেন নাম রূপের থেকে স্বতন্ত্র (ন্যারা)। কিন্তু নাম রূপের স্বতন্ত্র(ন্যারা) কোনো বস্তু তো আর হয় না । এই বিশ্ব তো অন্তরীক্ষে রয়েছে, কিন্তু তবুও তার তোনাম তো আছে । এখন ভারত কত দারিদ্র পীড়িত, সব দেউলিয়া হয়ে গেছে । বাবা বলেন যে যখন পরিস্থিতি এরকম হয়ে যায় তখন আমি এসে ভারতকে সোনার পাখি বানিয়ে দিই । খড়ের গাদায় আগুন তো লাগবেই । সমগ্র পুরোনো দুনিয়া ভস্মীভূত হয়ে নতুন দুনিয়া তৈরি হবে ।

বাচ্চারা তোমরা শ্রীমত অনুসরণ করে স্বর্গের স্থাপন করছ । এ হলো ঈশ্বরীয় অধ্যয়ন বা পড়াশোনা । আর সব কিছু আসুরী পড়াশোনা । এই পড়াশোনার দ্বারা তোমরা নরকবাসী হয়ে যাও । এখন দৈবী ঝাড় (বৃক্ষ) দিন প্রতিদিন বৃদ্ধি হতে থাকে । মায়ার তুফান খুব তীব্র ভাবে আসে, তাইতে বাবা বলেন এই হলো দুঃখধাম । এখন তোমরা আমাকে স্মরণ করো, পরমধাম স্মরণ করো আর সুখধামের স্মরণ করো। তাহলেই তোমার তরী পার হয়ে যাবে । বাবা আসেন

দুঃখধাম থেকে শান্তিধামে নিয়ে যাওয়ার জন্য । তারপর সুখধামে পাঠিয়ে দেবেন । এখন দুঃখধাম ভুলে যাও । বাবা আর তার বর্সা স্মরণ করো । আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) মাতা পিতা বাপদাদার ভালোবাসা ও স্মরণ আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারনার জন্য মুখ্য সার :-

১) জ্ঞান আর যোগ দ্বারা নিজের বন্ধন মুক্ত করতে হবে । এই দুঃখধাম ভুলে শান্তিধাম আর সুখধামকে স্মরণ করতে হবে ।

২) যদি কিছু সহ্য করতেও হয়, প্রাণ যায় যাক, তবুও বাবা পবিত্র হওয়ার জন্য যে আদেশ দিয়েছেন , সেই অনুযায়ী চলতেই হবে । পতিত কখনো হবে না।

বরদান :- যে কোনো পরিস্থিতিতে পূর্ণচ্ছেদ (ফুলস্টপ) দিয়ে আশীর্বাদের অধিকার প্রাপ্ত করার জন্য মহান আত্মা ভবঃ

মহান আত্মা সেই হবেন যিনি নিজেকে পরিবর্তন করার শক্তি ধারণ করে আর যে কোনো পরিস্থিতিতে পূর্ণচ্ছেদ(ফুলস্টপ) দেওয়ার জন্য নিজেকে প্রথমে অফার(offer) করেন — "আমাকে করতে হবে, আমাকে বদলাতে হবে" , এমনই অফার যারা করেন তাদের তিন প্রকারের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয় — ১) নিজের প্রতি নিজের আশীর্বাদ অর্থাৎ খুশী প্রাপ্ত হয় । ২) বাবার দ্বারা আর ৩) ব্রাহ্মণ পরিবার দ্বারা । সেইজন্য উদাসীন হয়ে থেকো না এই বলে যে, এই রকম তো হয়েই থাকে, এই রকম ভাবেই চলতে থাকবে.... । পূর্ণচ্ছেদ টেনে উদাসীনতাকে পরিবর্তন করে সতর্ক(alart) হয়ে যাও ।

স্লোগান :- সংকল্পের একাগ্রতার দ্বারাই শ্রেষ্ঠ পরিবর্তনের জন্য তীব্র গতি আনা সম্ভব ।